দৈনিক ইনকিলাব

২৯/৫/২০০০
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৬ ...

মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অজ্ঞতা ফাঁস 'পাকিস্তান' নিয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজ পেশ করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশে সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা- এসএসসি ও এইচএসসি'র প্রশ্নপত্র কিভাবে ছাপা হয় তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ড কেউই জানে না। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের একটি মাত্র বিষয়ের প্রশ্নপত্রে সাংকেতিক কোড 'পাকিস্তান' ছাপা হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের অজ্ঞতার বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেছে। প্রশ্নপত্র ছাপার পদ্ধতি সম্পর্কে তারা

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যে কেউই ওয়াকিবহাল নয় তা অবশেষে ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে তোলপাড় শুরু হলে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি বসিয়ে প্রশ্নপত্র ছাপার কাহিনী উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ছাপার নিয়মকানুন সম্পর্কে প্রণীত এই রিপোর্টটি আজ (মঙ্গলবার) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

এসএসসি এবং এইচএসসি'র প্রশ্ন ছাপা হয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিজি প্রেসে। প্রতিটি বোর্ডেরই প্রশ্ন থাকে আলাদা এবং এই প্রশ্নপত্র কখনো ফাঁস হলে তা মোকাবিলার জন্য প্রতিটি বিষয়েরই আবার ৪ সেট করে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে প্রশ্নপত্রে কখনোই সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নাম, সন এবং পরীক্ষার নামও উল্লেখ করা হয় না। তার পরিবর্তে এক এক বছর প্রতি সেটের জন্য একটি সাংকেতিক শব্দ উল্লেখ করা হয়। যা বিজি প্রেসের গোপনীয় শাখাই নির্ধারণ করে থাকে। কখনো তা ফুল-ফল, নদ-নদী, পাখপাখালি বা অন্য কোন বস্তুর নামে হয়ে থাকে। সরকারের নির্দেশিত নিয়মেই দীর্ঘদিন যাবত এটি হয়ে আসছে এবং এসএসসি বা এইচএসসি ছাড়াও বিজি প্রেসে ছাপা বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই নিয়মই চলে আসছে। এক্ষেত্রে সাংকেতিক কোড নির্ধারণে বিজি প্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বিজি প্রেস চলতি সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপার সময় ৭টি বোর্ডের জন্য এবারই প্রথম বিভিন্ন দেশের নাম সাংকেতিক কোড হিসেবে ব্যবহার করে এবং মোট ৩২টি দেশের নাম উল্লেখ করে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়াবলীর ৪ সেট প্রশ্নে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা প্রভৃতি সার্ক দেশের নাম ছিল। ইসলামের ইতিহাস প্রশ্নপত্রের আগের অধিকাংশই পরীক্ষাই চলছিল 'ভারত' কোড উল্লেখিত প্রশ্নপত্র দিয়ে। অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষাও হচ্ছিল অপরাপর দেশগুলোর নামাঙ্কিত প্রশ্নপত্র দিয়ে। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন আপত্তি না তুললেও হঠাৎ ঢাকা বোর্ডের একটি বিষয়ে কোড 'পাকিস্তান' দেখে তাদের মাথা গরম হয়ে যায়। প্রশ্নপত্র কিভাবে ছাপা হয় এবং 'নিষিদ্ধ' (?) দেশের নাম তাতে কিভাবে ঢুকে পড়ে তা নিয়ে শুরু হয় নানা গবেষণা, খোঁজখবর এবং সবশেষে জরুরী তদন্ত। এখন প্রশ্নপত্র ছাপার আদ্যোপ্রান্ত জানতে পেরে মন্ত্রণালয় চুপসে গেছে।